রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৬ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস,আর,ও, নং ৩১০-আইন/২০১৭।—জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ৭৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা জেলা পরিষদের সম্পত্তি (অর্জন, ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও হস্তান্তর) বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"আইন"** অর্থ জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন);

(খ) **"আত্মীয়"** অর্থ পিতা-মাতা, সন্তান ও সৎ সন্তান, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ভাই-বোন, স্ত্রী বা স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, জামাতা বা পুত্রবধূ, আপন মামা-মামী, আপন চাচা-চাচী এবং স্বামী বা স্ত্রীর ভাই-বোন;

(গ) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ আইনের ধারা ২(গ) এ সংজ্ঞায়িত চেয়ারম্যান;

(ঘ) **"পরিষদ"** অর্থ আইনের ধারা ২(ঙ) এ সংজ্ঞায়িত পরিষদ;

(ঙ) **"প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা"** অর্থ আইনের ধারা ৩৯ অনুযায়ী নিযুক্ত পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(চ) **"ব্যবস্থাপনা"** অর্থ পরিষদের সম্পত্তি ইজারা বা ভাড়া প্রদানের বা অন্য কোন মাধ্যমে সম্পত্তি ব্যবহারের ব্যবস্থাপনা;

(ছ) **"সদস্য"** অর্থ আইনের ধারা ২(ঝ) এ সংজ্ঞায়িত সদস্য; এবং

(জ) **"সরকার"** অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **সম্পত্তি অর্জনের বিষয়ে সরকারকে অবহিতকরণ।**—আইনের ধারা ৩(২) এর অধীন পরিষদ কোন সম্পত্তি অর্জন করিলে উহা অর্জনের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

৪। **সম্পত্তির দখল বজায় রাখা।**—(১) পরিষদ উহার সম্পত্তির দখল বজায় রাখিবে।

(২) পরিষদ উহার সম্পত্তি হইতে অবৈধ দখলকারী, যদি থাকে, উচ্ছেদ এবং দখল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫। **সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ।**—পরিষদ উহার সভায় পরিষদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যাদি নিষ্পন্নের পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৬। **সম্পত্তির দলিলপত্র ও নকশা রক্ষণাবেক্ষণ।**—(১) পরিষদ উহার সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্র ও প্রয়োজনীয় নকশা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে এবং উহাদের বিবরণ প্রস্তুতপূর্বক রেজিস্টারে এন্ট্রি করিবে।

(২) পরিষদ উহার নিয়ন্ত্রণভুক্ত বা মালিকানাধীন সম্পত্তির তথ্যাদি ও রেকর্ডপত্র প্রতি বৎসর হালনাগাদ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিষদ উহার সম্পত্তির প্রস্তুতকৃত নকশা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং উহার অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) পরিষদ উহার ভূ-সম্পত্তিসহ সকল সম্পত্তির একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ তৈরি করিবে।

৭। **পরিষদের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা।**—(১) পরিষদের সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সদ্‌ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এবং, জনস্বার্থে, পরিষদের মালিকানাধীন সম্পত্তি ইজারা বা ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) পরিষদের মালিকানাধীন জমির দখল বজায় রাখিতে হইবে;

(খ) রাজস্ব আয়ের উৎস সৃষ্টিকল্পে পরিষদের মালিকানাধীন জমি অনূর্ধ্ব ১(এক) বৎসরের জন্য ইজারা বা ভাড়া প্রদান করা যাইবে;

(গ) দফা (খ) এর শর্ত অনুযায়ী পরিষদের মালিকানাধীন সম্পত্তি ইজারা বা ভাড়া প্রদানের লক্ষ্যে বহুল প্রকাশিত ১(এক) টি বাংলা বা ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসহ সংশ্লিষ্ট জেলার বহুল প্রকাশিত ১(এক) টি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিতে হইবে;

(ঘ) দফা (গ) এর অধীন প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনাপূর্বক আবেদনকারীর প্রয়োজন ও জমির প্রকৃতি অনুযায়ী সম্পত্তি ইজারা বা ভাড়া প্রদান করা যাইবে এবং তদ্‌লক্ষ্যে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হইবে;

(ঙ) ইজারা বা ভাড়া প্রদানকৃত সম্পত্তিতে কোন প্রকার পাকা বা স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না মর্মে চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে;

(চ) ইজারা বা ভাড়ার মেয়াদান্তে উহা অনূর্ধ্ব ১(এক) বৎসরের জন্য নবায়ন করা যাইবে এবং উক্তরূপ নবায়নের ক্ষেত্রে নূতনভাবে চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হইবে;

(ছ) ইজারা বা ভাড়া প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে পরিষদ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া পরিষদে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;

(জ) পরিষদের কোন সম্পত্তি উহার চেয়ারম্যান, সদস্য বা কর্মচারীর নামে বা বেনামে বা তাহার কোন আত্মীয়ের নামে ইজারা বা ভাড়া প্রদান করা যাইবে না;

(ঝ) এলাকাভেদে পরিষদের মালিকানাধীন জমির শ্রেণীভিত্তিক এবং কৃষি ও অকৃষি জমির ব্যবহারভিত্তিক ইজারামূল্য বা ভাড়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) পরিষদের মালিকানাধীন মিলনায়তন ও ডাকবাংলোসমূহ ব্যবহারের জন্য পরিষদ কর্তৃক, সময় সময়, ধার্যকৃত বিভিন্ন হারের ভাড়ার তালিকা পরিষদ ভবন, মিলনায়তন ও ডাকবাংলোসমূহে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং ভাড়া আদায়পূর্বক পরিষদের তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) পরিষদের মালিকানাধীন জমি জরিপকালে সঠিকভাবে রেকর্ডভুক্ত না হইয়া থাকিলে (সি এস, এস এ, আর এস সহ সকল মাঠ জরিপ) রেকর্ডে নাম অর্ন্তভুক্তির লক্ষ্যে রেকর্ড সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। **ইজারামূল্য বা ভাড়া নির্ধারণ কমিটি।**—(১) ইজারামূল্য বা ভাড়া নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে সকল পরিষদে একটি করিয়া ইজারামূল্য বা ভাড়া নির্ধারণ কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, তাহার অনুপস্থিতিতে সচিব (সংশ্লিষ্ট পরিষদ), যিনি উহার আহ্বায়ক ও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি (সহকারী কমিশনার এর নিম্নে নহে);

(গ) সার্ভেয়ার (সংশ্লিষ্ট পরিষদ);

(ঘ) সহকারী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট পরিষদ), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) ইজারামূল্য বা ভাড়া নির্ধারণের লক্ষ্যে উপ-বিধি (১) এর অধীন গঠিত কমিটি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক পরিষদের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে এবং দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে পরিষদ ভাড়া নির্ধারণ করিবে।

৯। **সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিপত্র অনুসরণে বাধ্যবাধকতা।**—পরিষদের খেয়াঘাট, ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট, বালু মহল, পাথর মহল, চিংড়ি মহল, সায়রাত মহল ও ভূ-সম্পত্তিসহ অন্যান্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত পরিপত্র, নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।

১০। **পরিষদের সম্পত্তি হস্তান্তর**।—(১) উপ-বিধি (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে পরিষদের কোন সম্পত্তি, ইজারা বা ভাড়া প্রদান ব্যতীত, বিক্রয়, বন্ধক বা অন্য কোন পন্থায় হস্তান্তর করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিষদের নিয়ন্ত্রণভুক্ত বা এখতিয়ারাধীন জনপদ বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তি কোনভাবেই হস্তান্তর করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিষদের স্বার্থে এবং প্রয়োজনে বিক্রয়, বন্ধক বা অন্য কোন পন্থায় পরিষদের কোন সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদের সভায় উহার মোট সদস্যগণের তিন-চতুর্থাংশের ভোটে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণপূর্বক সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর বিধি **১১** এর অধীন গঠিত কারিগরি কমিটি কর্তৃক সম্পত্তির প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণপূর্বক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিয়া বিক্রয়, বন্ধক বা অন্য কোন মাধ্যমে পরিষদের সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইবে।

১১। **কারিগরি কমিটি**।—সম্পত্তির প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে সকল পরিষদে একটি করিয়া কারিগরি কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট পরিষদ), যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি (সহকারী কমিশনার এর নিম্নে নহে);

(গ) সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী (এলজিইডি এর প্রতিনিধি);

(ঘ) সহকারী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট পরিষদ) যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

১২। **কতিপয় ব্যক্তির নিকট পরিষদের সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর বিধি-নিষেধ**।—আইনের ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চেয়ারম্যান, সদস্য বা পরিষদের কোন কর্মচারী বা তাহাদের কোন আত্মীয়ের নিকট অথবা তাহাদের মালিকানাধীন বা তাহাদের স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ কোন কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট পরিষদের কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd